Released: 11-2-37

Sadhona Bose

IN

Alibaba

produced by

SHREE BHARAT LAXMI PICTURES

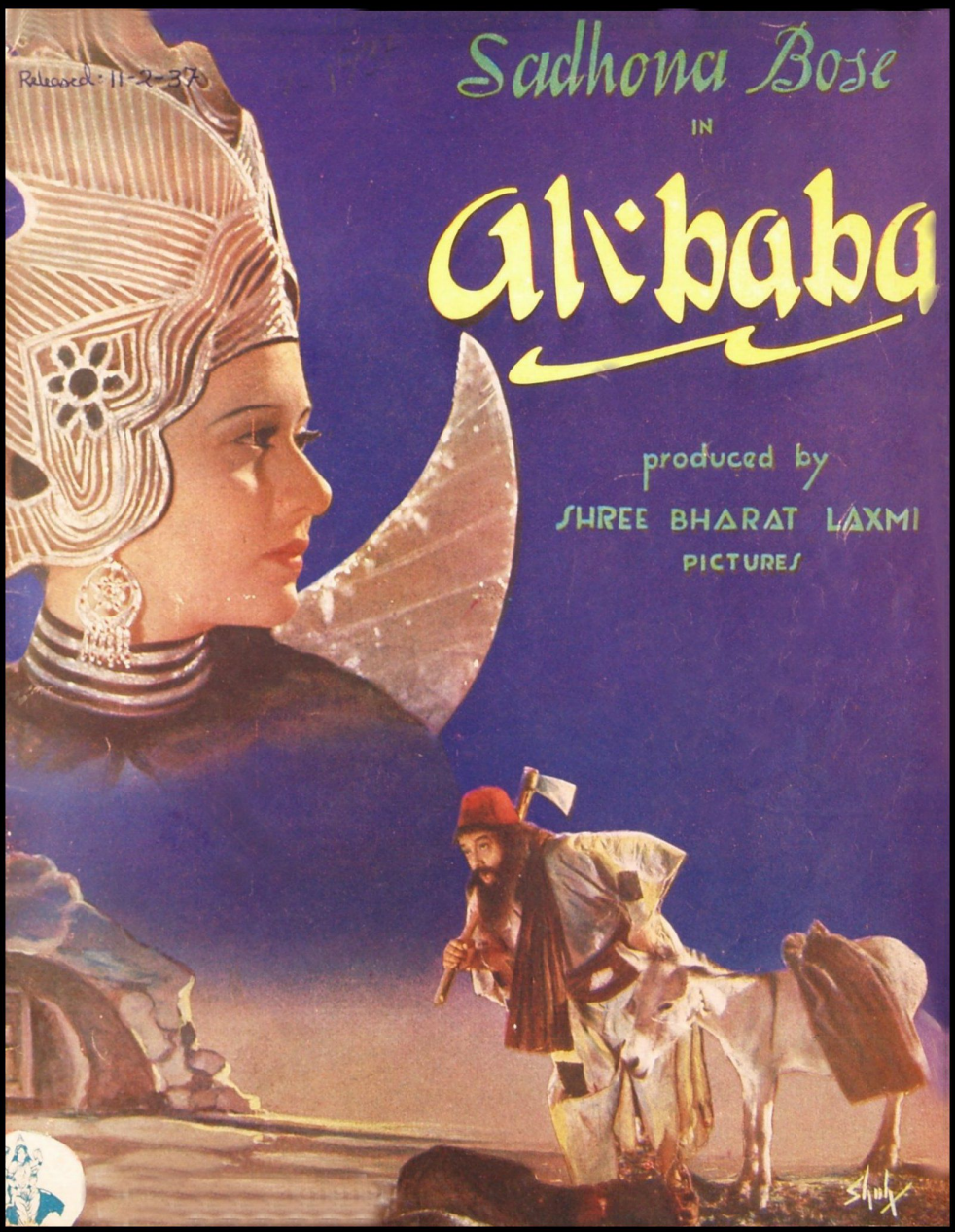

1937

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের

নবতম বানীচিত্র

আলিবাবা

কাহিনী

পণ্ডিত-ক্ষীরোদপ্রসাদ

পরিচালক-মধু বোস

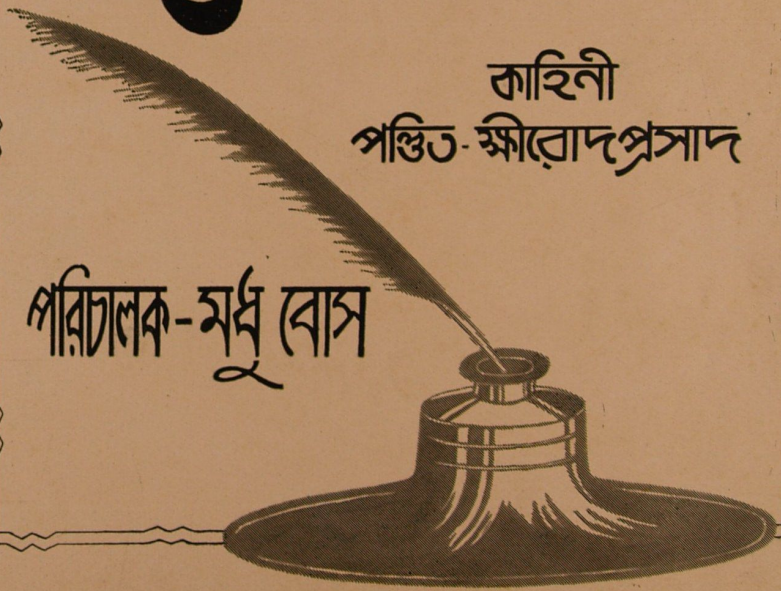

সংগঠনকারী
ব্যবস্থাপক: বৈজনাথ লাঠিয়া
প্রধান যন্ত্র-শিল্পী: চার্লস্ ক্রীড়
চিত্র-শিল্পী: বিভূতি দাস
সহকারী: গীতা ঘোষ
শব্দ-যন্ত্রী: জগদীশ
সহকারী: এ, গফুর
ইয়াসিন
চিত্র-সম্পাদক: শ্যাম দাস
সুর-শিল্পী: ফ্যাঙ্কো পোলো
নাগর দাস নায়ক
নৃত্য-পরিকল্পনা: সাধনা বোস
দৃশ্য-পরিকল্পনা: সুধাংশু চৌধুরী
কারু-শিল্পী: যতিলাল
জগৎ রায় চৌধুরী
রসায়ণাগারাধ্যক্ষ: পূর্ণ চট্টোপাধ্যায়
প্রচার-সম্পাদক: কবিবর গুলাব
হেমন্ত গুপ্ত

চরিত্র
মার্জিনা–সাধনা বোস
ফাতিমা–সুপ্রভা মুখার্জ্জি
সাকিনা–ইন্দিরা রায়
আলিবাবা–বিভূতি গাঙ্গুলী
কাসিম – কমল বিশ্বাস
আবদালা – মধু বোস
হুসেন — বি, পি, মেহ্‌রা
দস্যু-সর্দ্দার–কালি ঘোষ
মুস্তাফা–প্রীতি কুমার মজুমদার

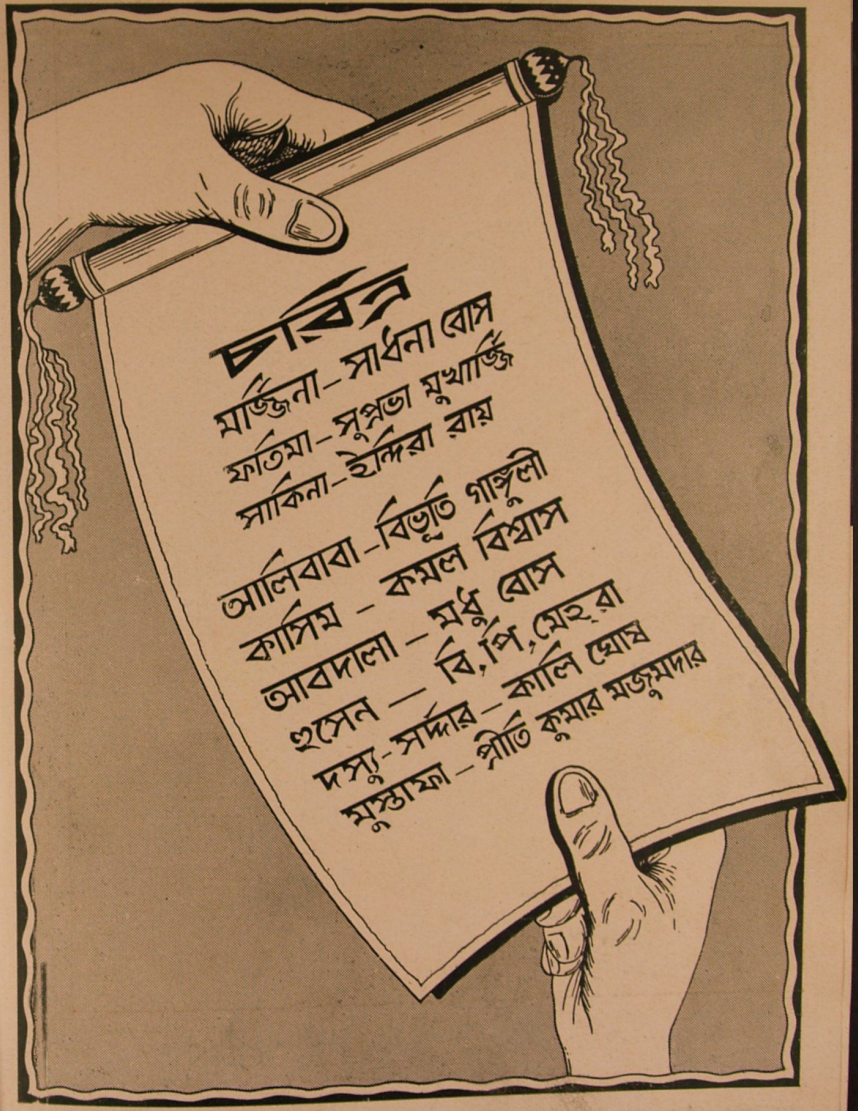

কাহিনী আলিবাবা

এক ছিল বাদশা—নাম তা'র হারুন্-অল্-রসিদ। রাজা থাক্‌লেই যেমন তা'র রাণী থাকে, বাদ্‌শারও তেমনি থাকে বেগম। হয়ত, বাদ্‌শা হারুন্-অল্-রসিদেরও ছিল। কিন্তু, থাক্ সে কথা।

বাদ্‌শা যখন ছিল, রাজত্বও তা'র একটা ছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু, কোথায়?—আরব দেশেও হ'তে পারে, কি, তা'র আশে-পাশে কোথাও হওয়াও আশ্চর্য্য নয়। মোট কথা, রাজত্ব ছিল।

হারুন্-অল্-রসিদের রাজত্বকালেই হোক, কি তার আগেই হোক, বা, পরেই হোক, এক সময়ে

এক
দেশে বাস
কর্‌ত দু'টি ভাই—
আলিবাবা আর কাসিম।
সহোদর হ'লেও, দুজনের মধ্যে
প্রভেদ ছিল কিন্তু আকাশ-পাতাল।
বেচারী কাঠুরে আলিবাবা—জঙ্গলে কাঠ

কাটে—দিন আনে আর দিন খায়। ওতেই ও খুসী—মনের আনন্দে বেচারী দিন কাটাত।

কাসিমের কিন্তু তা নয়। বরাতগুণে বড়লোকের মেয়ে বিয়ে করে সে বাদ্‌শার ওম্‌রাহ হয়েছিল—কিন্তু, লোভ তা'র মেটেনি একটুও। লক্ষ লক্ষ টাকার মাঝে বসে সে ক্রোড় টাকার স্বপ্ন দেখত। তা'র ওপর, গুণ ছিল তার অনেক—গরীব ভাই আলিবাবাকে ঘেন্নাও বড় কম কর্‌তনা।

বাদ্‌শা-ওম্‌রাহদের যেমন বাঁদী-বান্দা থাকে—কাসিমেরও ছিল। সুন্দরী মর্জ্জিনা শ্রেষ্ঠা বাঁদী—আর, বান্দা আব্‌দালা—বাঁদী-বান্দা-মহল তাদেরই ত' রাজত্ব।

মর্জ্জিনাকে
আব্‌দালা যথেষ্ট
শ্রদ্ধা কর্‌ত—হয়ত বা
ভালও বাস্‌ত। কিন্তু, সে
ভালবাসা ছিল অন্তর্মুখী। হয়ত,
আব্‌দালার মনেই সে ভালবাসা হ'য়ে
উঠেছিল পল্লবিত। বান্দা আব্‌দালা,
অসীম স্নেহ, শ্রদ্ধা আর রহস্য-
প্রিয়তার আবরণে আড়াল
ক'রে রাখ্‌ত তা'র
মনকে।

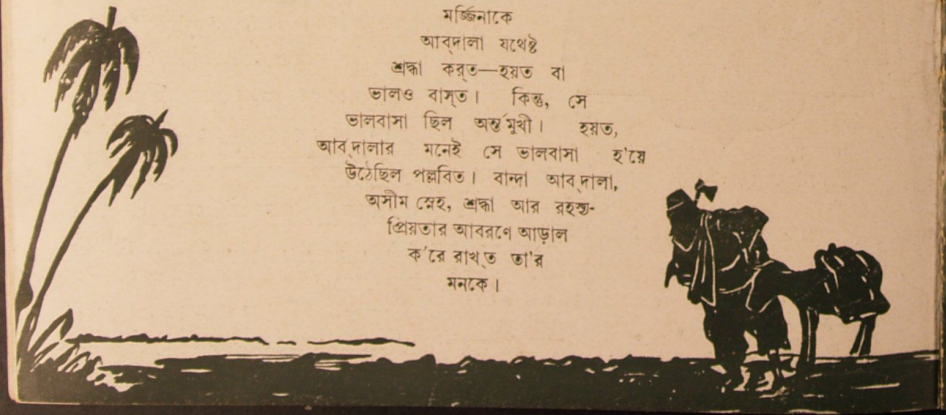

আলিবাবার ছেলে—সরল, নিরীহ, গোবেচারী হুসেন মর্জ্জিনাকে ভালবেসে ফেলেছিল। মর্জ্জিনা ছিল তা'র মাথার মণি—কিন্তু, বেচারীর এমন অবস্থা নয় যে, মর্জ্জিনাকে ক্রীতদাসীত্বের বাঁধন থেকে মুক্ত ক'রে।

কাসিম সাহেবের তরুণী পত্নী সাকিনা, মেয়েটি মন্দ ছিল না—ধনগর্ব্বী স্বামীটির প্রতিমূর্ত্তির মতই সে নিজেকে গড়ে নিতে বাধ্য হ'য়েছিল। তা হ'লেও, সে আলিবাবার স্ত্রী'র কাছ থেকে কাঠ কিনে প্রকারান্তরে তা'কে সাহায্যই করত—এ জন্যে তা'র স্বামী রাগারাগি কর্‌লে, 'সস্তায় পাওয়া যায়, বলে স্বামীকে বোঝাত।

একদিন সন্ধ্যাবেলা জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে ফের্‌বার পথে আলিবাবা সন্ধান পেলে প্রচুর ঐশ্বর্য্যের—সোণা, দানা, মোহর, মণি, মুক্তোর ছড়াছড়ি। চল্লিশজন দস্যু ডাকাতি ক'রে যা রোজগার কর্‌ত, সব রাখত এক গুহার মধ্যে। 'চিচিঙ্ ফাঁক' বল্‌লেই গুহার দরজা যেত খুলে, আর 'চিচিঙ্ বন্ধ বল্‌লেই বন্ধ' হোত। ডাকাতরা বেরিয়ে যাবার সময় আলিবাবা সব শুনে নিলে।

তারপর? তারপর আলিবাবা হল বড়লোক। এ খবর কাসিম সাহেবের কানে তুল্‌লে সাকিনা। ভাল মানুষ আলিবাবার মাথায় হাত বুলিয়ে কাসিম সাহেব সব কথা বের করে নিলে,

বাঁদী মর্জ্জিনাকে মুক্তিদানের সর্ত্তে। বাঁদী মর্জ্জিনা পেলে মুক্তির আস্বাদন—হুসেনের স্বপ্ন সফল হল।

কিন্তু, লোভী কাসিম—ঐশ্বর্য্যলিপ্সাই হল তার মৃত্যুর কারণ। দস্যুদের হাতে বেচারী প্রাণ হারালে।

ওদিকে আলিবাবা সাকিনাকেও সাদী করে ফেল্‌লে।

দস্যু সর্দ্দার খবর পেলে, তাদের অতুল ঐশ্বর্য্য এমন কি তাদের গোপন স্থানটির কথাও প্রকাশ হয়ে পড়েছে এবং এর জন্যে দায়ী আলিবাবা। তারপর তারা আলিবাবাকে লোকান্তরে পাঠাবার জন্যে প্রাণপণ করলে। অনেক চেষ্টার পর, তারা খুঁজে বার করলে সহরের এক বুড়ো মুচি মুস্তাফাকে। এই বুড়ো মুস্তাফাই কাসিমের কাটা শরীর সেলাই করেছিল এবং তাকে দিয়ে এই কাজ করিয়েছিল মর্জ্জিনা। ঘুষ খেয়ে প্রাণের দায়ে বাবা মুস্তাফা সব কথা বলে ফেল্‌লে।

আলিবাবাকে মারবার প্রথম চেষ্টা তাদের বিফল করলে বুদ্ধিমতী মর্জ্জিনা আর তার বিশ্বস্ত বন্ধু আব্‌দালা। এই বিফলতায় দস্যু-সর্দ্দার আর বাকি দস্যুরা মরিয়া হয়ে উঠ্‌ল—কিন্তু, তাদের চক্রান্ত এবারেও বিফল হ'ল মর্জ্জিনা আর আব্‌দালার বুদ্ধিবলে।

বাকি গল্পটুকু শোনার চেয়ে, ছবিতে দেখলে—শোনাও হ'বে, আর উপরি লাভ হ'বে ছবি দেখার আনন্দ। তাই দেখবেন—

—শেষ—

১

মর্জ্জিনা :
ছিছি এত্তা জঞ্জাল,
এত্তা বড়া বাড়ি ইস্‌মে এত্তা জঞ্জাল।
হর্‌দম লাগাতা ঝাড়, তব্‌ভি এ্যায়সা হাল॥
অন্দরমে বাহারমে সবমে সমান,
জঞ্জাল পূরা হুয়া বর্‌বাদ তামাম।
ময়লা মোকাম,—
বড়ি ময়লা মোকাম্,
ময়লা মনিব মেরা, লোংরা বেচাল।
দিল্-ময়লা বিবি মেরা হাজির হামেহাল॥

*

২

আব্‌দালা :

আয়া হুকুম বর্‌দার।
আয়া হুকুম বরদার॥
বড়ি কাম্‌পিয়ারা হর্‌দম লেও ভুরপুর কামদার॥
দেখো যেত্তা কালা রং,
ঘ্যাথের তেত্তা জবর ঢং,
সারা ঝট্‌পট্‌ কাম কর্‌নেওয়ালা সাচ্চা সমজদার।
বহুৎ খোসমেজাজি রাঙ্গী বিবি মালিক মহলাদার॥

*

৩

বালকগণ :

আয়রে ভাই কাঠ্‌ কাটিগে কটাকট্‌।
নইলে বেত লাগাবে পটাপট।
মারিসনে ঠুকঠুকিয়ে ঘা—
মোটা গুঁড়ি তা'তে সানবে না।
ঘুরিয়ে কুড়ুল খুব জোরে লাগা—
কাঁচা ডাল কুপিয়ে কাটি, শুকনো ভাঙ্গি মটামট্‌।

*

৪

আব্‌দালা ও মরজিনা :

আব। আয় বাঁদী তুই বেগম হ'বি, খোয়াব দেখেছি;—
আমি বাদ্‌শা বনেছি।
মর। বেশ হয়েছে আয় তবে তোর ন্যাজ্‌টা ছেটে দি॥
বান্দা বাঁদর বাদশার ন্যাজ, লোকে বল্‌বে কি?
আব। থাক্ ন্যাজ তুই চট্‌পট আয় বেগম করে নি।
এই বেলা আয় আগে ভাগে নইলে পাবি নি॥
মর। পাব না কি? বলিস্ কিরে? ওকি কথা রে।
ওরে তোর জন্যে তক্ত-তাউস কফিন্ কিনেছি।
কবর কেটে তোষাখানা বানিয়ে রেখেছি॥
আব। আমি বাদ্‌শা বনেছি।
মর। আমি বেগম হয়েছি।
উভয়ে। বাদ্‌শা-বেগম ঝম্‌ঝমাঝম্ বাজিয়ে চলেছি॥

*

৫

আব্‌দালা।

লেও সাকি দেও ভর্‌পিয়ালা পিলাও দারু ফিন্,
লাল সিরাজি আঙ্গুর সারব গুল্‌কে তর্ রঙ্গিন্॥
নয়নামে ঠর্ চাট্‌নি মিঠা বাৎ,
আব থানে দেও দিল্ পিয়ারা সাথ—
ঘুবনা ফির্‌না খোস্ করনা কাম্ বড়া সঙ্গীন্॥

*

৬

মর্জ্জিনা :

আমার এই ছাতির অন্দরে।
বন্ধ ক'রে রেখেছি মোর নয়নান্দরে ॥
সন্দ সদা মন্দ বাঁদীদের,
পিয়ারে আমার পায় যদি গো টের—
এই বন্ধ খুলে সোণার তরী বাঁধবে তাদের বন্দরে ॥

*

৭

মর্জ্জিনা :

এসে হেসে কাছে বসে, সোহাগ বাঁধন বেঁধেছে সে।
মিশে-মিশাইয়ে নিয়েছে রে ॥
আমার-অন্ত প্রাণ দিয়ে আমারে মজায়েছে।
টানে টানে প্রাণে টেনে নিয়েছে।
আমি-ময় সে আমার, আমারে সে-ময় করেছে রে ॥

*

৮

আবদ্দালা ও মর্জ্জিনা :

দেখে শুনে বোঝ ত মানো না।
বল্‌তে গেলে দু'টো কথা কানে তোল না,
নসিবে মারলে গোলা গোলা ধরে খা ডালা,
দেবার যারে দেয় দেনেওলা,
(হও) আপন জ্বালায় ঝালাপালা, মানা শোন না ॥

*

৯

আলিবাবা :

যেত্তা রূপেয়া তেত্তা দিগ্‌দারী।
লাহল্‌ বিনা এ ক্যা ঝকমারী ॥
হাজার সে উঠ্‌ উঠ্‌ যায় লাখোঁ মে
লাখোবি পঁহছে ক্রোড়ো মে,
রোপেয়া বাড়্‌ যায় দিল ছোটি হো যায়,
ক্যায়সে চলে গা মেরা দিন্‌দারী ॥

*

১০

মর্জ্জিনা :

বাজে কাজে কর্ত্তাকে আর যেতে দোব না,
নিত্য বনে পাঠিয়ে দোব, পরব কত সোণাদানা।
বনের ভেতর মোহররে বাগান,
মোহর ফলেছে থান্‌, থান্‌,
নাড়লে পড়ে যেন পাকা ধান ;—
রেকে মেপে তুলব ঘরে কারুর তাতে নেই মানা ॥

*

১১

সাকিনা :

আমার কেমন কেমন করছে কেন মন,
চোক ছল-ছল, পা টল্‌-মল, রগ কেন টন্‌-টন্‌ ॥
(আমার) শিউরে শিউরে উঠছে কেন গা,
খালি হৃদয় কর্‌তেছে খাঁ খাঁ ;—
(আমার) হাড় মড়্‌ মড়্‌, বুক ধড়্‌ ধড়্‌—
প্রাণ কেন ঝন্‌-ঝন্‌ ॥
(এমন) ছটফটানি, প্রাণপোড়ানি—
কি ছাই অলক্ষণ ॥

*

১২

সাকিনা :

আশে রেখেছি রে প্রাণ সে কি রে আসিবে ফিরে।
সুখ-সাধ অবসান ভাসিতেছি আঁখিনীরে ॥
সে মোহিনী প্রেম-গান, প্রণয়েরি সুখতান,
আবেশে আকুল প্রাণ ;
জ্বলে জ্বালা ধিকি ধিকি জেগে ওঠে ধীরে ধীরে ॥
কে আর সোহাগভরে ধরিয়ে হৃদয় 'পরে
মুছাবে মরম-ব্যথা আদর ক'রে,
প্রেম-ডোরে বাঁধি মোরে পরাবে সে মতি হীরে।

*

১৩

মর্জ্জিনা :

ভালবাসে তাই ভালবাসিতে আসে।
আমি যে বেসেছি ভাল সে বাসা সে ভালবাসে ॥
সে হাসিটি সে সুখের,
সে চাহনি সোহাগের ;
দেখিয়া চিনেছি চাঁদ এ হৃদি-আকাশে ভাসে ;
হাসি হেরে কেঁদে মরি তবু মৃদু মৃদু হাসে ॥

*

১৪

মর্জ্জিনা : আমি ঢের সয়েছি আর ত স'ব না।
তোমার কুটিল নয়ন ছলের বাঁধন যেচে পর্‌ব না॥
বহুত দাগা বুক পেতে নিছি, জ্বালায় জীর্ণ হয়েছি,
এবার পালিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাব আর ত র'বনা॥

*

১৫

মর্জ্জিনা : হামে ছোড়ি দে'রে রে সেঁইয়া ছোড়ি দেরে—
ম্যয় নেহি জানে দুনিয়াদারি।
জোরা বারসে গীত নাহি হোগা,
তেরা গীত (হো হো মিঞা) ঝকমারি॥
তোরি লিয়ে রোয়ে রোয়ে, আঁখিয়া লালি হোয়ে,
তোম নেহি আওয়ে,
সতিনী ঘরকো মজা উড়াওয়ে,—
বেইমানকো এইসা হ্যয় দাগাদারি॥

*

১৬

ভিখারী :

ওমা দিন চলে না ঘুরি-ফিরি ভিক্ষে দিয়ে যা ;
নিয়ে যাই আদর করে সোহাগ ভরে যে যা দেয় মা তা।
বাপ মা কেঁদে হয় মা সারা, বুক বেয়ে হায় বয় গো ধারা
(ও মা) নাই ত বেলা, (বড়) ক্ষিদের জ্বালা,
(মুখে) সরে নাক রা॥

১৭

বাঁদীগণ : সুরে ভরা ছোড়ো পালাঙ সাহাব।
আশমানসে নিকল হ্যয় সুরুখ আফতাব॥

*

১৮

আবদালা : চাঁদ-চকোরে অধরে অধরে পিয়ে সুধা প্রাণ ভরে-
প্রেম-সোহাগে, প্রেম-অনুরাগে, আদরে মনোচোরে।

মায়া-কাজল

রূপকথা

রূপকথা হ'লেই এক থাকে রাজপুত্তুর আর থাকে একরাজকন্যে।

আমাদের রূপকথায় কিন্তু রাজপুত্তুরও নেই, রাজকন্যেও নেই।

এক থাকে মুখ্যু—নাম তা'র উজবুক্ মিঞা। বেচারী রোজগার কর্‌তে পারে না—দিন রাত স্ত্রী'র মুখনাড়া খায়। একদিন উজবুকের স্ত্রী শিরী গালাগালি-মন্দ ক'রে উজবুক্‌কে দিলে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে। মনের দুঃখে উজবুক স্থির কর্‌লে, এ প্রাণ আর রাখবে না—বেচারী মর্‌বে বাঁচবে।

উজবুক্ ডুবে মর্‌বে—জলে নেমে দেখ্‌লে জল-পরীদের নাচ, তারা যেন ডাকছে—"আয়, আয়, আয়।"

হঠাৎ চোখ চেয়ে উজবুক্ দেখে—এক কিম্ভূতকিমাকার চেহারা—মৌথ মানে যমদূত তা'র সামনে দাঁড়িয়ে। বেচারীর আত্মারাম ত' ভয়ে খাঁচা-ছাড়া হ'বার উপক্রম। মৌথ বল্‌লে—"মর্‌তে তুই পাবি না, মর্‌বার সময় তোর হয়নি।"

মর্‌বারও উপায় নেই শুনে উজবুক ত' কেঁদেই আকুল। উজবুক তা'র দুঃখের কথা সব খুলে বল্‌লে মৌথকে।

চরিত্র-লিপি

উজবুক :	তুলসী লাহিড়ী
হকিম :	গণেশ রায়
কড়োরীমল :	নন্দকিশোর
মৌথ :	মধুসূদন
নবাব :	বিজয় মজুমদার
শিরী :	উষাবতী (পটল)
বাঈজী :	ফুল্লনলিনী

মৌথের মনে দয়া হ'ল—সে উজবুক্‌কে একটা কৌটো দিলে—তা'তে ছিল "মায়া-কাজল"! সে কাজলের এমনি গুণ, চোখে লাগিয়ে যে কোনও রুগীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই রোগীর মাথার কাছে মৌথকে দেখা যাবে। মৌথ যদি রোগীর বাঁদিকে থাকে, তাহ'লে সে রোগী বাঁচবেই, আর যদি ডান দিকে থাকে স্বয়ং খোদাও তাকে বাঁচাতে পার্‌বেন না।

এই "মায়া-কাজল" পেয়ে উজবুক্ হকিমী সুরু ক'রে দিলে। হকিম উজবুকের এখন ভারী নাম, পসার আর ধরে না। পয়সার গরমে উজবুক্ ভুলে গেল গরীবদের—

একদিন হকিম উজবুক্ সায়েবের নিজেরই অসুখ হ'ল, ভারী অসুখ—বাঁচে কি ম'রে। কৌতূহলবশে উজবুক্ চোখে কাজল মেখে দেখে, মৌথ তা'র ডান দিকে দাঁড়িয়ে। বেচারীর বুক ঢিপ্ ঢিপ্ ক'রে উঠল। একদিন যে প্রাণ স্বেচ্ছায় নষ্ট কর্‌তে চেয়েছিল, সেই প্রাণের মমতা আজ উজবুক্‌কে জড়িয়ে ধরল। হঠাৎ পাওয়া ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, পত্নীর ভালবাসা, সুখ, শান্তি, ইহকালের যা' কিছু প্রার্থনীয় সব কিছু পেয়ে হারাবার চিন্তা তা'কে উন্মাদ ক'রে তুল্‌লে।

তারপর ? হ্যাঁ, তারপর—তারপর—উজবুক্ কি ভাবে, কি সর্ত্তে নব-জীবন লাভ করলে, তা "মায়া-কাজল" ছবি দেখ্‌লেই বুঝ্‌বেন।

বাঈজী—

গোলাপ হ'য়ে ফুটব তোমার প্রেমের গুলিস্তানে,
বুলবুলিদের গানখানি আজ গাইবো কানে কানে।
সুরমা করে আঁখির পাতায়,
বন্ধু আমার রাখবো তোমায়—
গোলাপ-ঠোঁটের রঙীন প্রলাপ আঁকবো তোমার প্রাণে॥

চিত্র-পরিবেশক : এম্পায়ার টকি ডিষ্ট্রীবিউটার্স

Copyrights reserved by Shree Bharat Lakshmi Pictures, Calcutta.

Printed & Engraved by Amiya Dey, at Multi-Color Printing & Process Works.

(S) MAYAKAJAL 1937

THREE of

The Leading Indian Release Houses of Calcutta Use

RCA

HIGH FIDELITY EQUIPMENTS

OUR LATEST And BEST PG|92 HIGH FIDELITY EQUIPMENT To Be INSTALLED At The RUPA BANI

SHAMBAZAR, CALCUTTA

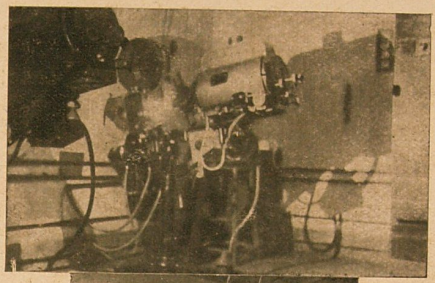

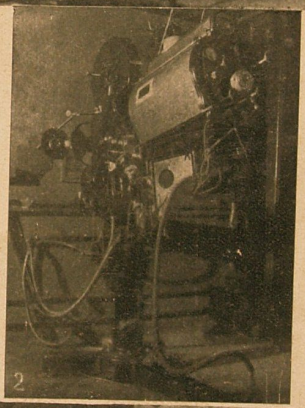

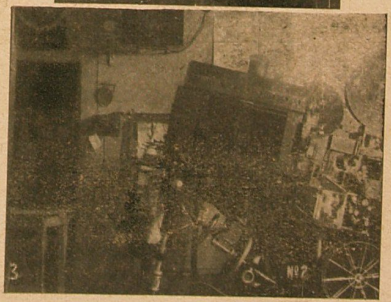

RCA

HIGH FIDELITY EQUIPMENTS

RUPA BANI

SHAMBAZAR CALCUTTA

Will Have

SUPER SIMPLEX PROJECTORS

With

PEERLESS MAGNARCS AND CINEPHOR LENSES

FITTED TO THE **FIRST PG|92 RCA EQUIPMENT** To Be **INSTALLED On This Side of The COUNTRY**

INTERIOR SHOWING RCA PG 30 HIGH FIDELITY EQUIPMENTS INSTALLED IN (1) PARADISE CINEMA, (2) BHARAT LAKSHMI THEATRE (3) GANESH TALKIE HOUSE.

For Any Particulars and Information Write To

EMPIRE TALKIE DISTRIBUTORS

B5, BHARAT BHAWAN, CHITTARANJAN AVENUE, CALCUTTA.

শ্রীভারতলক্ষ্মীর

অবিস্মরণীয় অবদান

'আলিবাবা'

শ্রেষ্ঠাংশেঃ—সাধনা বসু।

পরিবেশক ঃ

শ্রীভারতলক্ষ্মী ফিল্ম ডিষ্ট্রীবিউটর্স,

৬/৩ ম্যাডান ষ্ট্রীট্,

কলিকাতা-১৩,

"সংগঠনকারী"

ব্যবস্থাপকঃ বৈজনাথ লাঢ়িয়া
প্রধান যন্ত্র-শিল্পীঃ চার্লস্ ক্রীড্
চিত্র-শিল্পীঃ { বিভূতি দাস
গীতা ঘোষ
সহকারীঃ জগদীশ
শব্দ-যন্ত্রীঃ এ, গফুর
সহকারীঃ ইয়াসিন
চিত্র-সম্পাদকঃ শ্যাম দাস
সুর-শিল্পীঃ { ফ্র্যাঙ্কোপোলো
নাগর দাস নায়ক
নৃত্য-পরিকল্পনাঃ সাধনা বোস
দৃশ্য-পরিকল্পনাঃ সুধাংশু চৌধুরী
কারু-শিল্পীঃ মতিলাল
রসায়ণাগারাধ্যক্ষঃ { জগৎ রায় চৌধুরী
পূর্ণ চট্টোপাধ্যায়
প্রচার-সম্পাদকঃ { কবিবর গুলাব
হেমন্ত গুপ্ত

"চরিত্র"

মর্জ্জিনা—সাধনা বোস
ফতিমা—সুপ্রভা মুখার্জ্জি
সাকিনা—ইন্দিরা রায়
আলিবাবা—বিভূতি গাঙ্গুলী
কাসিম—কমল বিশ্বাস
আবদালা—মধু বোস
হুসেন—বি, পি, মেহ্‌রা
দস্যু-সর্দ্দার—কালি ঘোষ
মুস্তাফা—প্রীতি কুমার মজুমদার

"কাহিনী"

এক ছিল বাদ্‌শা—নাম তা'র হারুন্-অল্-রসিদ। রাজা থাক্‌লেই যেমন তার রাণী থাকে, বাদ্‌শারও তেমন থাকে বেগম। হয়ত, বাদ্‌শা হারুন্-অল্-রসিদেরও ছিল। কিন্তু, থাক্ সে কথা।

বাদ্‌শা যখন ছিল, রাজত্বও তা'র একটা ছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু, কোথায় ?—আরব দেশেও হ'তে পারে, কি, তা'র আশে পাশে কোথাও হওয়াও আশ্চর্য্য নয়। মোট কথা, রাজত্ব ছিল।

হারুন্-অল্-রসিদের রাজত্বকালেই হোক, কি তার আগেই হোক, বা, পরেই হোক, এক সময়ে এক দেশে বাস কর্‌ত দু'টি ভাই—আলিবাবা আর কাসিম। সহোদর হ'লেও দুজনের মধ্যে প্রভেদ ছিল কিন্তু আকাশ-পাতাল। বেচারী কাঠুরে আলিবাবা জঙ্গলে—কাঠ কাটে—দিন আনে আর দিন খায়। ওতেই খুসী—মনের আনন্দে বেচারী দিন কাটাত।

কাসিমের কিন্তু তা নয়। বরাতগুণে বড়লোকের মেয়ে বিয়ে করে সে বাদ্‌শার ওম্‌রাহ হয়েছিল—কিন্তু, লোভ তা'র মেটেনি একটুও। লক্ষ লক্ষ টাকার মাঝে বসে সে ক্রোড় টাকার স্বপ্ন দেখত। তা'র ওপর, গুণ ছিল তার অনেক—গরীব ভাই আলিবাবাকে ঘেন্নাও বড় কম কর্‌তনা।

বাদ্‌শা-ওম্‌রাহদের যেমন বাঁদী-বান্দা থাকে—কাসিমেরও ছিল। সুন্দরী মর্জ্জিনা শ্রেষ্ঠা বাঁদী—আর, বান্দা আব্‌দালা—বাঁদী-বান্দা-মহল তাদেরই ত' রাজত্ব।

মর্জ্জিনাকে আব্‌দালা যথেষ্ট শ্রদ্ধা কর্‌ত—হয়ত বা ভাল বাস্‌ত। কিন্তু, সে ভালবাসা ছিল অন্তর্মুখী। হয়ত, আব্‌দালার মনেই সে ভালবাসা হ'য়ে উঠেছিল পল্লবিত। বান্দা আব্‌দালা, অসীম স্নেহ, শ্রদ্ধা আর রহস্য-প্রিয়তার আবরণে আড়াল ক'রে রাখ্‌ত তা'র মনকে।

আলিবাবার ছেলে—সরল, নিরীহ, গোবেচারী হুসেন মর্জ্জিনাকে ভালবেসে ফেলেছিল। মর্জ্জিনা ছিল তা'র মাথার মণি—কিন্তু, বেচারীর এমন অবস্থা নয় যে, মর্জ্জিনাকে ক্রীতদাসীত্বের বাঁধন হতে মুক্ত ক'রে।

কাসিম সাহেবের তরুণী পত্নী সাকিনা, মেয়েটি মন্দ ছিল না—ধনগর্ব্বী স্বামীটির প্রতিমূর্ত্তির মতই সে নিজেকে গড়ে নিতে বাধ্য হ'য়েছিল। তা হ'লেও, সে আলিবাবার স্ত্রীর কাছ থেকে কাঠ কিনে প্রকারান্তরে তা'কে সাহায্যই করত—এ জন্যে তা'র স্বামী রাগারাগি কর্‌লে, সস্তায় পাওয়া যায়, বলে স্বামীকে বোঝাত।

একদিন সন্ধ্যাবেলা জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে ফের্‌বার পথে আলিবাবা সন্ধান পেলে প্রচুর ঐশ্বর্য্যের—সোণা, দানা, মোহর, মণি, মুক্তোর ছড়াছড়ি। চল্লিশজন দস্যু ডাকাতি ক'রে যা রোজগার কর্‌ত, সব রাখত এক গুহার মধ্যে। 'চিচিঙ ফাঁক' বল্‌লেই গুহার দরজা যেত খুলে, আর 'চিচিঙ্ বন্ধ' বল্‌লেই বন্ধ' হোত। ডাকাতরা বেরিয়ে যাবার সময় আলিবাবা সব শুনে নিলে।

তারপর? তারপর আলিবাবা হল বড়লোক। এ খবর কাসিম সাহেবের কানে তুল্‌লে সাকিনা। ভাল মানুষ আলিবাবার মাথায় হাত বুলিয়ে কাসিম সাহেব সব কথা বের করে নিলে, বাঁদী মর্জ্জিনাকে মুক্তিদানের সর্ত্তে। বাঁদী মর্জ্জিনা পেলে মুক্তির আস্বাদন—হুসেনের স্বপ্ন সফল হল।

কিন্তু, লোভী কাসিম—ঐশ্বর্য্যলিপ্সাই হল তার মৃত্যুর কারণ। দস্যুদের হাতে বেচারী প্রাণ হারালে।

ওদিকে আলিবাবা সাকিনাকেও সাদী করে ফেল্‌লে।

দস্যু সর্দ্দার খবর পেলে, তাদের অতুল ঐশ্বর্য্য এমন কি তাদের গোপন স্থানটির কথাও প্রকাশ হয়ে পড়েছে এবং এর জন্য দায়ী আলিবাবা। তারপর তারা আলিবাবাকে লোকান্তরে পাঠাবার জন্যে প্রাণপণ করলে। অনেক চেষ্টার পর, তারা খুঁজে বার করলে সহরের এক বুড়ো মুচি মুস্তাফাকে। এই বুড়ো মুস্তাফাই কাসিমের কাটা শরীর সেলাই করেছিল এবং তাকে দিয়ে এই কাজ করিয়েছিল মর্জ্জিনা। ঘুষ খেয়ে প্রাণের দায়ে বাবা মুস্তাফা সব কথা বলে ফেল্‌লে।

আলিবাবাকে মারবার প্রথম চেষ্টা তাদের বিফল কর্‌লে বুদ্ধিমতী মর্জ্জিনা আর তার বিশ্বস্ত বন্ধু অব্‌দালা। এই বিফলতায় দস্যু-সর্দ্দার আর বাকি দস্যুরা মরিয়া হয়ে উঠ্‌ল—কিন্তু, তাদের চক্রান্ত এবারেও বিফল হ'ল মর্জ্জিনা আর আব্‌দালার বুদ্ধিবলে।

বাকি গল্পটুকু শোনার চেয়ে, ছবিতে দেখলে—শোনাও হ'বে, আর উপরি লাভ হ'বে ছবি দেখার আনন্দ। তাই দেখবেন—

—শেষ—

১

মর্জ্জিনা :

ছিছি এত্তা জঞ্জাল
এত্তাবড়া বাড়ি ইস্‌মে এত্তা জঞ্জাল
হর্‌দম লাগাতা ঝাড়
তব্‌ভি এ্যায়সা হাল॥
অন্দরমে বাহারমে সবমে সমান
জঞ্জাল পুরা হুয়া বর্‌বাদ তামাম।
ময়লা মোকাম,—
বড়ি ময়লা মোকাম,
ময়লা মনিব মেরা, লোংরা বেচাল
দিল্-ময়লা বিবি মেরা
হাজির হামেহাল॥

২

আব্‌দালা :

আয়া হুকুম বর্‌দার।
আয়া হুকুম বর্‌দার॥
বড়ি কাম্‌পিয়ারা হর্‌দম
লেও ভুরপুর কামদার॥
দেখো যেত্তা কালা রং,
আঁখের তেত্তা জবর ঢং,
সারা ঝট্ পট্ কাম কর্‌নেওয়ালা
সাচ্চা সমজদার।
বহুৎ খুসমেজাজি
রাজী বিবি মালিক মহলাদার॥

৩

বালকগণ :

আয়রে ভাই কাঠ্ কাটিগে কটাকট্।
নইলে বেত লাগাবে পটাপট।
মারিসনে ঠুকঠুকিয়ে ঘা—
মোটা গুড়ি তাঁতে সানবেনা।
ঘুরিয়ে কুড়ুল খুব জোরে লাগা—
কাঁচা ডাল কুপিয়ে কাটি
শুক্‌নো ভাঙ্গি মটামট্।

৪

আবদালা ও মর্জ্জিনা :

আব। আয় বাঁদী তুই বেগম হবি,
খোয়াব দেখেছি ;—
আমি বাদ্‌শা বনেছি।
মর। বেশ হয়েছে আয় তবে
তোর ল্যাজ্‌টা ছেঁটে দি ॥
বান্দা বাঁদর বাদ্‌শার ল্যাজ,
লোকে বল্‌বে কি ?
আব। থাক্ ল্যাজ তুই চট্‌পট আয়
বেগম করে নি ॥
এই বেলা আয়
আগে ভাগে নইলে পাবি নি
মর। পাব না কি ? বলিস্ কিরে ?
ওকি কথা রে।
ওরে তোর জন্যে
তক্ত-তাউস কফিন্ কিনেছি ॥
কবর কেটে তোষাখানা
বানিয়ে রেখেছি ॥
আব। আমি বাদ্‌শা বনেছি ॥
মর। আমি বেগম হয়েছি।
উভয়ে। বাদ্‌শা—বেগমঝম্‌ঝমাঝম
বাজিয়ে চলেছি।

৫

আব্‌দালা :

লেও সাকি দেও ভর্ পিয়ালা
পিলাও দারু ফিন্,
লাল সিরাজি আঙ্গুর সরাব
গুলকে তর্ রঙ্গিন্।
নয়নামে ঠর্ চাট্‌নি মিঠা বাৎ,
আব খানে দেও দিল পিয়ারা সাথ—
ঘুরনা ফিরনা খোস্ করনা
কাম বড়া সঙ্গীন ॥

৬

মর্জ্জিনা :

আমার এই ছাতির অন্দরে।
বন্ধ ক'রে রেখেছি মোর নয়নান্দরে ॥
সন্দ সদা মন্দ বাঁদীদের,
পিয়ারে আমার পায় যদি গো টের—
এই বন্ধ খুলে সোনার তরী
বাঁধবে তাদের বন্দরে ॥

৭

মর্জ্জিনা :

এসে হেসে কাছে বসে,
সোহাগ বাঁধন বেঁধেছে সে।
মিশে মিশাইয়ে নিয়েছে রে ॥
আমার-অন্ত প্রাণ দিয়ে
আমারে মজায়েছে।
টানে টানে প্রাণে টেনে নিয়েছে।
আমি-ময় সে আমার,
আমারে সে-ময় করেছে রে ॥

৮

আব্‌দালা ও মর্জ্জিনা :

দেখে শুনে বোঝ ত মানো না।
বল্‌তে গেলে দু'টো কথা
কানে তোল না,
নসিবে মারলে গোলা,
গোলা ধরে খা ডালা,
দেবার যারে দেয় দেনেওলা,
(হও) আপন জ্বালায় ঝালাপালা,
মানা শোন না ॥

৯

আলিবাবা :

যেত্তা রূপেয়া তেত্তা দিগ্‌দারী।
লাহুল্ বিনা এ ক্যা ঝক্‌মারী ॥
হাজার সে উঠ্ উঠ্ যায় লাখোঁ মে
লাখোবি পঁহুছে ক্রোড়ো মে,
রোপেয়া বাড়্ যায় দিল ছোটি হোযায়,
ক্যায়সে চলে গা মেরা দিন্‌দারী ॥

১০

মর্জ্জিনা :

বাজে কাজে কর্ত্তাকে আর
যেতে দোব না,
নিত্য বনে পাঠিয়ে দোব,
পরষ কত সোণাদানা ॥
বনের ভেতর মোহরের বাগান,
মোহর ফলেছে থান্ থান্,
নাড়লে পড়ে যেন পাকা ধান ;—
রেকে মেপে তুল্‌ব ঘরে
কারুর তাতে নেই মানা ॥

১১

সাকিনা :

আমার কেমন কেমন করছে কেন মন,
চোক ছল-ছল, পা টল-মল,
বগ কেন টন্-টন্ ॥
(আমার) শিউরে শিউরে
উঠছে কেন গা,
খালি হৃদয় কর্‌তেছে খাঁ খাঁ ;—
(আমার) হাড় মড়্ মড়্, বুক ধড়্ধড়—
প্রাণ কেন ঝন্ ঝন্ ॥
(এমন) ছটফটানি, প্রাণপোড়ানি—
কি ছাই অলক্ষণ ॥

১২

সাকিনা :

আশে রেখেছি রে প্রাণ,
সে কি রে আসিবে ফিরে।
সুখ সাধ অবসান,
ভাসিতেছি অশ্রুনীরে ॥
সে মোহিনী প্রেম গান,
প্রণয়েরি সুখতান,
আবেশে আকুল প্রাণ ;
জ্বলে জ্বালা ধিকি ধিকি,
জেগে ওঠে ধীরে ধীরে ॥

কে আর সোহাগভরে ধরিয়ে হৃদয় পরে
মুছাবে মরম ব্যথা আদর করে,
প্রেম ডোরে বাঁধি মোরে,
পরাবে সে মতি হীরে।

১৩

মর্জ্জিনা ঃ

ভালবাসে তাই ভালবাসিতে আসে।
আমি যে বেসেছি ভাল
সে বাসা সে ভালবাসে॥
সে হাসিটি সে সুখের,
সে চাহনি সোহাগের ;
দেখিয়া চিনেছি চাঁদ
এ হৃদি আকাশে ভাসে ;
হাসি হেরে কেঁদে মরি
তবু মৃদু মৃদু হাসে॥

১৪

মর্জ্জিনা ঃ

আমি ঢের সয়েছি আর ত স'ব না।
তোমার কুটিল নয়ন ছলের বাঁধন
যেচে পর্‌ব না॥
বহুত দাগা বুক পেতে নিছি,
জ্বালায় জীর্ণ হয়েছি,
এবার পালিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাব
আর ত র'বনা॥

১৫

মর্জ্জিনা ঃ

হামে ছোড়ি দে'রে রে
সে'ইয়া ছোড়ি দেরে—
ম্যয় নেহি জানে দুনিয়াদারি।
জোরা বরিসে গীত নাহি হোগা,
তেরা গীত (হোহো মিঞা) ঝক্‌মারি॥
তোরি লিয়ে রোয়ে রোয়ে,
অ'াখিয়া লালি হোয়ে,
তোম নেহি আওয়ে.
সতিনী ঘরকো মজা উড়াওয়ে,—
বেইমানকো এইসা হায় দাগাদারি॥

১৬

ভিখারী ঃ

ওমা দিন চলে না ঘুরি-ফিরি
ভিক্ষে দিয়ে যা ;
নিয়ে যাই আদর করে
সোহাগ ভরে যে যা দেয় মা তা।
বাপ মা কেঁদে হয় মা সারা,
বুক বেয়ে হায় বয় গো ধারা
(ও মা) নাই ত বেলা,
(বড়) ক্ষিদের জ্বালা,
(মুখে) সরে নাক রা॥

১৭

বাঁদীগণ ঃ

সুরে হুয়া ছোড়ো পালাঙ সাহাব।
আশমান্‌সে নিক্‌ল হুয় সুরুখ আফ্‌তাব।

১৮

আব্‌দালা ঃ

চাঁদ-চকোরে অধরে অধরে
পিয়ে সুধা প্রাণ ভরে-প্রেম-সোহাগে,
প্রেম-অনুরাগে, আদরে মনোচোরে।

শ্রীভারতলক্ষ্মী ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্সের পক্ষ হইতে—শ্রীপরিমল কুমার চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও ৭নং ওয়াটারলু ষ্ট্রীটস্থ ক্যালকাটা আর্ট প্রিন্টিং হাউস হইতে মুদ্রিত।